vii) বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর জন্য অর্থ সাহায্য করা।

UGC সপ্তম বা অষ্টম পরিকল্পনা বাজেট দেখা

যায় 1957-58 সালে 331.10 কোটি টাকা, 2001-02 সালে 1528.78 কোটি টাকা। 2004-05 সালে সেই পরিমান দাঁড়ায় 1831.75 কোটি টাকা এখনও UGC বাজেট ক্রমশ বাড়িয়ে এই বৃহৎ কর্ম কান্ডকে যারা দেশে সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক অফিসগুলি কাজ করছে। 1996 সালে জাতীয় শিক্ষানীতির বিকেন্দ্রীকরন করা হয়েছিল। সেই অনুকরনে বিকেন্দ্রীকরন করতে হলে বা UGC থেকে সাহায্য পেতে হলে যেকোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় 2(F) এবং 12(B) এই UGC আইনে অনুভুক্ত হতে হয়।

---

8. NCERT — সম্পর্কে লেখ?

(National Council of Educational Research Training)

1961 সালে ভারত সরকার 27th জুলাই NCERT প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এরা কাজ শুরু করে 1st Sep. 1961 খ্রিঃ। NCERT হল একটি স্বয়ং শাসিত সংস্থা, যা এটা বর্তমান নিউ দিল্লি মার্গে অবস্থিত, মূলত কেন্দ্রীয় কর্তৃক শিক্ষানীতি সারাদেশে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও সাহায্য দান করার জন্য এই সংস্থাটি তৈরী হয়েছিল বিদ্যালয় শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন ও উপযুক্ত মানের শিক্ষক প্রস্তুতি এই সংস্থা প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল।

NCERT এই সংস্থাটি সাতটি ক্রম উন্নয়নের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

i) The central Institute of Education (1947)
ii) The central Bureau of Text Book Research (1954)
iii) The central Bureau of Educational and vocational Guidence (1954)
iv) The Director of Extention programme for Secondary Education (1955)
v) The National fundamental Education (1956)
vi) The National Institute of Basic Education (1956)
vii) The National Institute of Audio visual Education (1960)

NCERT এর Main office

office আছে - i) RIE (ভূপাল) ii) নিউদিল্লি (NIE) এবং Regional RIE (মহীশূর), iii) RIE (আজমির) iv) North E turn Regional Institute of Education (NERIE) শিলং v) RIE (ভুবনেশ্বর)

প্রতিষ্ঠা	1st September. 1961
Director	Hrushikesh Senapathi (2015)
Registration Act (Charitable Society)	XXI of 1860
অবস্থান	নিউদিল্লির অরবিন্দ মার্গে

Logo →

NCERT

৭. NCERT-এর উদ্দেশ্য লেখ?

→ National council of Educational Research Training - এর উদ্দেশ্য গুলি হল-

(i) গবেষনা → শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষনা কার্যে পরিচালনা করা।

(ii) প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা → Pre-Service এবং In-Service Teacher দের প্রশিক্ষনকে উন্নত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

(iii) ITC সংযুক্ত করা → শিক্ষা সহায়ক উপকরন হিসাবে ITC প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সাধন করা।

(iv) সম্পর্ক গঠন → রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

(v) পত্রিকা প্রকাশ → বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক (Central School) ও গবেষনাধর্মী পত্রিকা প্রকাশ করা।

(vi) সম্প্রসারন মূলক কাজ করা → বিভিন্ন সম্প্রসারন মূলক কাজকর্ম Extention Service পরিচালনা করা।

(vii) কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করা → জাতীয় স্তরের বিদ্যালয় গুলির ক্ষেত্রে কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করা।

(viii) Survey করা → শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় স্তরে রিপোর্টের বিকেন্দ্রীকরন

Scanned with CamScanner

করা হয়েছিল. সেই অনুকরনে বিকেন্দ্রীকরন করতে হলে বা UGC থেকে সাহায্য পেতে হলে যেকোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়

10. NCERT-এর কাজ লেখ।

Ans. NCERT-এর কাজগুলি হল নিম্নরূপ –

(i) সমন্বয় সাধন :

NCERT বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলে, যাতে সমস্ত রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা একই গতিতে অগ্রসর হয়। NCERT-এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন – UNICEF ; UNESCO NFTA – ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। এবং ওই সংগঠন গুলির প্রস্তাবিত বিভিন্ন শিক্ষা মূলক প্রোগ্রাম পরিচালনা করে থাকেন,

(ii) Publication :

বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের উপযোগী সমস্ত বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশনের দায়িত্ব NCERT গ্রহন করে। সাধারনত পাঠ্য-পুস্তকগুলি হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও NCERT এর 6টি পত্রিকা প্রকাশ করে, সেগুলি হল –

a. Primary Education (ইংরেজি, হিন্দি).
b. School Science (ইংরেজি)
c. Genaral Indian Education (ইংরেজি)
d. ভারতের আধুনিক শিক্ষা (হিন্দি)
e. ভারতীয় শিক্ষক দর্পন (হিন্দি ও ইংরেজি)
f. Indian Education Seview (ইংরেজি)

(iii) সম্প্রসারন কর্মীর কাজ :

NCERT এর কাজ শুধুমাত্র প্রশিক্ষন ও পাঠ্যক্রম তৈরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। NCERT বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গ্রামে পিছিয়ে পড়া এলাকায় মানুষের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিচালনা করে থাকেন,

(iv) প্রশিক্ষনহীন :

NCERT বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম যথা- সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে In-Service এবং প্রশিক্ষনহীন শিক্ষকদের Pre Service Training এর কথা বলে থাকে, প্রাক-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকেন,

v) উন্নয়ন মূলক দায়িত্ব →

NCERT বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন মূলক কাজ করে যেমন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম তৈরী এবং তার পাঠ্যক্রমকে কার্যকরী করার উপযুক্ত শিক্ষক সহায়ক উপকরণ প্রস্তুতি সহাড়াও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা বৃত্তি শিক্ষা তথা বিশেষ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা গ্রহন, নির্দেশনা গ্রহন, নির্দেশনা মূলক বিষয় বস্তু প্রস্তুত করা।

vi) গবেষণা কার্য পরিচালনা করা →

শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে NCERT গবেষণা কার্য পরিচালনা করে থাকে, NCERT এর অধীনস্ত NIE; RIE CIET (Central Institute of Education Technology) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গুলির গবেষণা কাজ নিযুক্ত করা। সহাড়াও NCERT এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে, গবেষণার কার্যে উৎসাহিত করা।

vii) পাঠ্যক্রম নির্ধারন

NCERT নবোদয় বিদ্যালয় এবং CBSC স্কুলের শিখন ও শিক্ষনের উপযোগী পাঠ্যক্রম নির্ধারন করেন। তাছাড়া উক্ত পাঠ্যক্রমকে কীভাবে কার্যকরী করা যায় যে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা।

viii) Award দেওয়া →

প্রযুক্তিগত ও Social Science থেকে যে সমস্ত শিক্ষার্থী বা প্রতিভাবান শিশু থাকে তাদেরকে Talent Award দিয়ে থাকে,

ix) পরিদর্শন →

CBSC ও নবোদয় পরিচালিত বিদ্যালয় গুলি পরিদর্শন ও মতামত প্রদান করে থাকেন,

NCERT-চটি স্বীকৃতি সংস্থিতান সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয় যা সমগ্রে তৎপরতায় কাজগুলি করে থাকে, তাই NCERT এর প্রশাসনিক কেন্দ্র হল NIE, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য বিভিন্ন বিদ্যালয় কোনিয় বিষয় গুলিকে পরিমার্জনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে NIE, শিক্ষামূলক প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে NIE তে অবস্থিত Central Institute of Education Technology বা 'EDUSAT,'

— o —

11. NCTE (National council for Teacher Education)

→ 1973 সালে যে নামে শিক্ষামন্ত্রক National Council for Teacher Education প্রতিষ্ঠা করে, এর উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান ও শিক্ষক শিক্ষণ অগ্রগতির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, কিন্তু এই বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচী উদ্ভাবন কার্যে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়, ফলে 1986 সালে জাতীয় শিক্ষানীতির POA সুপারিশ ক্রমে জাতীয় স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানের উচ্চবর্গ অর্জনের জন্য এবং সারা দেশে সর্বত্র শিক্ষার মান সমমূল্য রাখার জন্য NCTE Act-1993, (Later Number-73 of 1993) তবে কার্যকরী সংবিধানের আইন দ্বারা স্বীকৃতিলাভ করে 17th আগস্ট 1995 সালে।

প্রতিষ্ঠা →	1973 খ্রিঃ
সাংবিধানিক স্বীকৃতি →	1995 খ্রিঃ
উদ্ভব →	জাতীয় শিক্ষানীতি 1986

চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়

- পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়
- পশ্চিমাঞ্চলীয় কার্যালয়
- উত্তরাঞ্চলীয় কার্যালয়
- দক্ষিণাঞ্চলীয় কার্যালয়

NCTE

12. NCTE এর কাজ →

i) অনুদান প্রদান ও প্রত্যাহার →

শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি NCTE এর অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক, যেকোনো প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর যাচাই করে অনুমোদন দিয়ে থাকে NCTE। যদি কেউ NCTE এর নির্ধারিত শর্ত পালন না করে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

Scanned with CamScanner

ii) পরামর্শ দান → (প্রবন্ধলেখা)
শিক্ষক শিক্ষনের উন্নতি কল্পে NCTE রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

iii) সমন্বয় সাধন →
শিক্ষক শিক্ষন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।

iv) সমীক্ষা করা → শিক্ষক শিক্ষন প্রতিষ্ঠান গুলি কেমন চলছে তা জানার জন্য মাঝে মাঝে সমীক্ষা করা NCTE-এর কাজ। এই সমীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষন ত্রুটি পরিস্ফুট হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ণয় করতে সুবিধা হয়।

v) ন্যূনতম শর্ত নির্ধারন →

NCTE শিক্ষক শিক্ষন পাঠক্রম পরিচালনার জন্য ন্যূনতম শর্ত নির্ধারন করে, এই ন্যূনতম শর্তে শিক্ষকদের যোগ্যতা ভর্তির শর্ত, আসন সংখ্যা, পাঠক্রমের মেয়াদ ইত্যাদি উল্লিখিত থাকে।

vi) জার্নাল প্রকাশ →

NCTE শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন জার্নাল Teacher Education Book, Paper inovation or Teacher Education এই সমস্ত পাবলিকেশন গুলি Swami Vivekananda and Education - জার্নাল প্রকাশ করে। NCTE হিন্দি জার্নাল হিসাবে-"ANWE ASHIKA" জার্নাল প্রকাশ করে, তাছাড়াও 2009 সালে NCFTE প্রকাশ করে (National Curriculum fame Work and Teacher Education)

vii) গবেষনা →
NCTE গবেষনা বৃত্তি বলতে উৎসাহ করে থাকেন, কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গবেষনায় ইচ্ছুক হলে NCTE তাকে আর্থিক সহায়তা করে থাকে।

viii) শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারন →

বিভিন্ন স্তরে Teacher Education প্রতিষ্ঠান গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারন করা এবং তার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী তৈরী করা।

যেমন - শিক্ষক শিক্ষন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের জন্য Education-এ PHD এবং বিভিন্ন Method subject-এ Teacher দের জন্য Teacher দের M.ED করা।

Scanned with CamScanner

ix) অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম হিসাবে কাজ →

i) Teacher Education-কে বানিজ্যকরন এবং গুনগতমান কমে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য B.ED-এর প্রাসাঙ্গিকতার শিক্ষা বর্দ্ধ করা।
ii) শিক্ষকদের নারীকরনের সময় একটি Code of protection Athics এবং নীতিমালা প্রস্তুত করা।

x) শিক্ষার্থীর ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারন →

শিক্ষক শিক্ষন কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা স্থির করা।
যেমন - ৫০% নিয়ে স্নাতক পাস এবং SC, ST দের ক্ষেত্রে আরও বাঞ্ছনীয়।

xi) ভবিষ্যত কর্মসূচী হিসাবে কাজ →

i) বিভিন্ন স্তরে teacher Education-এর পাঠ্যক্রম ঠিক করা,
ii) চার বছর ব্যাপী শিক্ষাদানের কৌশল ও পদ্ধতি তৈরী করা,
iii) বিভিন্ন জাতীয় সেমিনার, workshop-এর ব্যবস্থা করা।

xii) শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠক্রমের রূপরেখা তৈরী করা (NCFTE-2009)

NCTE-এর প্রচেষ্টায় দ্বারা NCFTE গঠিত হয় এবং তার প্রধান দিকগুলি হল -
i) প্রাসঙ্গিকতার প্রাসঙ্গিকতা,
ii) কাঠামো নমনীয়,
iii) ধারাবাহিক শিক্ষার সমনীয়তা,
iv) শিক্ষক শিক্ষনের বিভিন্ন সমর্থক,
v) শিক্ষাকে একটি Inter Discipline হিসাবে গ্রহন করা,
vi) সেমিস্টার পদ্ধতি গ্রহন করা।

★ পাঠক্রম প্রস্তুতকরনেই প্রচেষ্টা শিক্ষক শিক্ষন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

NCTE এর পরিকল্পনার রূপরেখা হল -

"Planned and coordinated development of the teachers education system through out the country."

Scanned with CamScanner

13. NCTE এর উদ্দেশ্য গুলি আলোচনা কর।

1. উপদেশ ⇒ শিক্ষক শিক্ষণ, প্রাক:প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্য চলাকালীন প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে উপদেশ দেওয়া।

2. অবগত করা ⇒ Council কে যে সমস্ত বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে রাজ্যকে অবগত করা।

3. শিক্ষার মান নির্ধারণ ⇒ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে শিক্ষক শিক্ষণের মান সম্পর্কে সময় মত উপদেশ দেওয়া।

4. অগ্রগতির পরিচালনা ⇒ শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার অগ্রগতি পরিচালনা করা।

---

14. NAAC [National Assessment and Accreditation council]

⇒ এটি হল UGC এর উদ্যোগে গড়ে ওঠা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা সারাভারতবর্ষের জন্য যে 1986 সালে National Education policy গঠিত হয় সেখানে বলা হয়েছিল উচ্চশিক্ষা মানের জন্য গুরুত্ব দিতে হবে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে UGC এই Council প্রতিষ্ঠা করেন। কারন সারাভারতে এর দ্বারা উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, কড়া নজর থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার মান আশানুরূপ ছিল না। সমালোচনা স্বরূপ বলা যায় যে — ব্যাঙের ছাতার মত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে এবং সেখানে স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার যে গুনগত মান তার অবনমন ঘটছে, 1986 সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি ও 1986 সালে National Action plan যেখানে এই ধরনের স্বাধীন মূল্যায়ন গড়ে তোলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, এর ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যাঙ্গালোরেতে NAAC প্রতিষ্ঠা হয়।

Recommendation	জাতীয় শিক্ষানীতি (National Education policy (1986) POA (1992)
প্রতিষ্ঠা	1994
Location	ব্যাঙ্গালোর
Realation/ colaboration	UGC, AICTE; MHRD, AIU

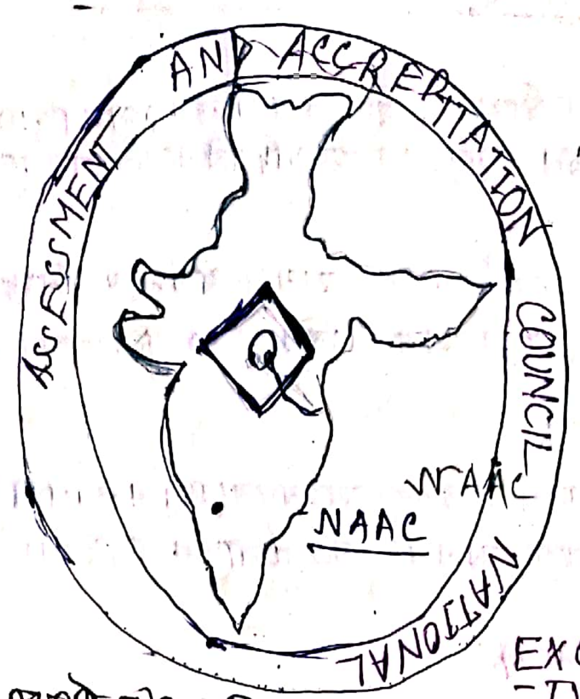

EXCELLENC * CREDIBILI-TY * RELEUAL

⊛ NAAC - এর গঠন ও পরিচালনা →

NAAC - এর দুটি কমিটি রয়েছে, যথা —

i) Genaral council → UGC - এর চেয়ার পার্সেন,

ii) Executive Committee → NAAC - এর Director এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষাবিদ।

এগুলির দ্বারায় নীতি নির্ধারন, উদ্দেশ্য প্রনয়ন কাজকর্মে সামগ্রিক পরিচালনা প্রভৃতি করা। বিভিন্ন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিনিধিরা এই দুটি কমিটির সদস্য। এখানে সভাপতি হবেন UGC -এর chair person এবং Executive committee হবেন NAAC এর Director. তিনিই হলেন পঠনপাঠন ও প্রশাসন সংক্রান্ত প্রধান। NAAC এর অনেক পরামর্শদানকারী কমিটি আছে, যারা NAAC এর কাজকর্ম নির্দেশনা করেন। NAAC এর কাজকর্ম চালনার জন্য কর্মী ও পরামর্শদাতাদের দল আছে।

■ সাধারনত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের Director, Dimm, কলেজের অধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের প্রধান এরা সকলেই NAAC এর কাজ কর্মের সাথে যুক্ত থাকে, যারা ভারতবর্ষের

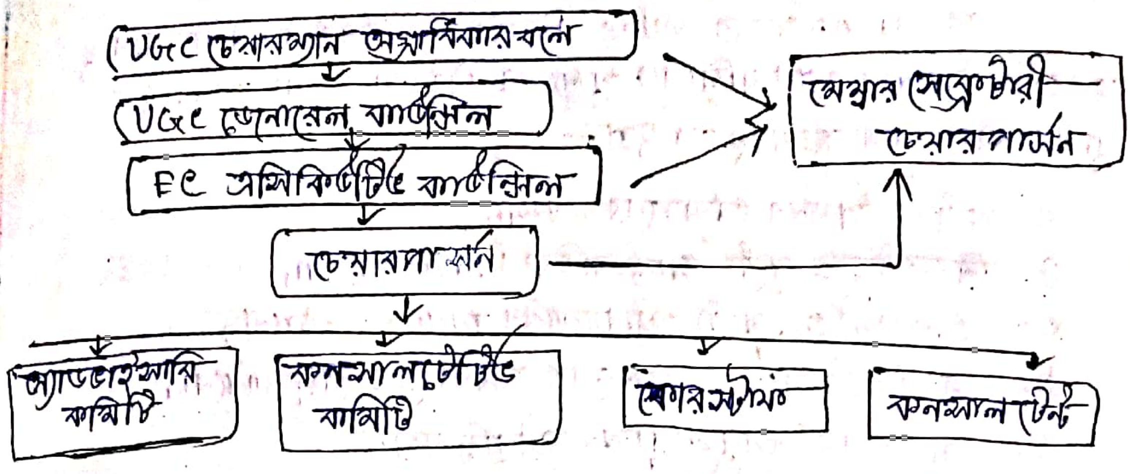

NAAC-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

(i) দেশের উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলির পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন বা স্বীকৃতির ব্যাপারে ব্যবস্থা করা হয়।

(ii) উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলির শিখন শিক্ষণ বা গবেষণার মান উন্নয়নে পরিবেশ গঠনে উদ্যোগী করা হয়।

(iii) উচ্চশিক্ষায় আত্মমূল্যায়ন ও বাধ্যবাধকতা পালনে দায়িত্ব ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশে উৎসাহিত করে।

(iv) NAAC এর কাছে বগসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমস্ত শিক্ষা সংগঠনের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সংগঠনের কাজ কীভাবে করবে তার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা।

(v) পর্যায়ক্রমিক ভাবে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলির উন্নতি করা, কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কোন বিভাগকে উন্নত করতে হবে এবং প্রজেক্ট অ্যাকাডেমিক গঠন করার উৎসাহ দেয়।

(vi) উচ্চশিক্ষার ধারাবাহিকতা, উন্নয়ন, মূল্যায়নের সঙ্গে যারা জড়িত অর্থাৎ শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী শিক্ষক, প্রশাসন, সেচ্ছাসেবক প্রত্যেককে নিয়ে একটি সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলা।

(vii) উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থা গুলির সাথে শিক্ষার গুনগত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ এক সাথে করা।

NAAC এর value frame work এ বলা হয়েছে ভারতের উচ্চশিক্ষার নিম্নলিখিত মূল্যবোধ বিকাশের জন্য যে বিষয়গুলির কথা বলা হয়েছে তা হল:-

A. জাতীয় উন্নয়নের অবদানের ব্যবস্থা।
B. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিকাশ ঘটানো।
C. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো।
D. কারিগরি দক্ষতা কৌশলের ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটানো।
E. উচ্চমানের অনুসন্ধানের শ্রীবৃদ্ধি করা।

NAAC এর কাজ:-

i) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরের পরিকল্পনা আরও ভালো ভাবে করার চেষ্টা করা হয়।
ii) পরিচালন সমিতি এবং অন্যান্য অংশ যেমন শিক্ষক, কর্মচারী ইত্যাদি জানতে পারেন। দুর্বলতা ও ভালো দিক গুলিও জানতে পারে।
iii) শিক্ষার উন্নতির জন্য আরও কিছু অর্থ সাহায্য করা।
iv) নতুন কিছু করার ক্ষেত্রে উন্মোচন ঘটানো।
v) শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিলে এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।
vi) NAAC মূল্যায়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হয়।
vii) এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করা হয়।
viii) যে প্রতিষ্ঠানে NAAC হয়নি তারাও এটি করাতে উৎসাহিত হয়।
ix) শিক্ষার্থীরা ভালো প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়।

সুতরাং সেই NAAC এর মধ্য দিয়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হওয়া সম্ভব, এছাড়া সেই NAAC হওয়ার ফলে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি Grade এর দিক থেকে যদি পিছিয়ে থাকে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চেষ্টা করে ভবিষ্যতে উন্নতি করা।

Scanned with CamScanner

AICTE [ALL INDIA COUNCIL OF TECHNICAL EDUCATION] কী?

1945 সালে Central Advisory board of education বা CABE, সুপারিশ ক্রমে AICTE স্থাপিত হয় প্রথম দিকে। এই সংস্থাকে কেবল পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হয়। 1988 সালে পার্লামেন্টের এক আইনের দ্বারা স্বয়ংশাসিত রূপ দেওয়া হয়। এটা করার সুপারিশ করা। 1986 সালের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে। AICTE মূল কাজ হল সারাদেশের কারিগরী শিক্ষা তথা ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার উন্নয়ন করা। এই কারিগরী শিক্ষার মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার গবেষণা করা। ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যায় গবেষণা করা ইত্যাদি সমস্ত কিছু উন্নয়নে পরামর্শ ও সুপারিশ দেওয়া। মূলত এই সমস্ত কাজ গুলি হল—

i) রাজ্য সরকার গুলির সঙ্গে পরামর্শ করে সারা দেশে কারিগরী শিক্ষার সমীক্ষা করা।

ii) problem solving approach এর মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষায় পদ্ধতি বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া।

iii) শিল্প এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও বেশী উন্নততর এবং আধুনিক করা।

iv) পুরানো প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে নতুন উপযুক্ত যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা।

v) Mongment শিক্ষা এবং পেশাগত Comminication skill গড়ে তোলার ব্যাপারে আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া।

(AICTE ধারাবাহিক ভাবে সারাদেশে কারিগরি শিক্ষা গুনমান যাতে উন্নতি করা যায় তার চেষ্টা করা। যাতে প্রতিষ্ঠানগুলি কারিগরী এবং Mongement শিক্ষা উন্নত স্তরে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করা। অছাড়া সমস্ত কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং, তাদের কর্মসূচীকে উন্নততর করার জন্য এই AICTE এর প্রয়োজন।)